স্থানীয় সরকার বিভাগ

উন্নয়ন- ২ শাখা

বিষয়: এলজিইডি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত খসড়া যৌন হয়রানী প্রতিরোধ নীতিমালা/নির্দেশিকা চূড়ান্ত অনমোদনের লক্ষ্যে মতামত প্রদান।

সূত্র: স্থানীয় সরকার বিভাগের পলিসি সাপোর্ট অধিশাখার স্মারক নং-৭০২, তারিখ: ১৫/১১/২০২৩।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে এলজিইডি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত খসড়া যৌন হয়রানী প্রতিরোধ নীতিমালা/ নির্দেশিকা চূড়ান্ত অনমোদনের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত মতামত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এ সাথে প্রেরণ করা হলো:

৬.৩ সদস্যদের বিশেষ অযোগ্যতা:

মতামত-

৬.৩ এ বর্ণিত অংশের পরিবর্তে **'কমিটির প্রধান বা সদস্যের বিরুদ্ধে এ সম্পর্কিত কোন অভিযোগ থাকলে তাকে অব্যাহতি দিতে হবে ও বিকল্প কর্মকর্তাকে মনোনয়ন দিতে হবে।'** প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে।

৭.২ অভিযোগ দাখিল প্রক্রিয়া:

মতামত-

'ঘটনা সংঘটিত হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে অভিযোগ দাখিল করতে হবে' অংশটুকু প্রচলিত আইনের পরিপন্থী।

'হয়রানির শিকার ব্যক্তির সহকর্মী, বন্ধু বা আত্মীয়ের দ্বারাও এমনকি পত্র বা ই-মেইলের মাধ্যমে অভিযোগ দাখিল করতে পারেন' অংশটুকু প্রয়োজন নেই।

৭.৩ অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির করণীয়:

১. ফোকালপয়েন্ট কর্তৃক ঘটনাস্থল, সময়, তারিখসহ প্রকৃত ঘটনা লিপিবদ্ধ/রেকর্ড করা;
২. অভিযোগকারী অভিযোগ করেছেন কিনা তাঁর সত্যতা যাচাই ও লিখিত সম্মতি নেওয়া;
৩. অভিযোগকারীকে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ প্রক্রিয়া ও পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে অবহিত করা যাতে অভিযোগকারী সিদ্ধান্ত নিতে পারেন যে তিনি আনুষ্ঠানিক অভিযোগ করতে চান কিনা;
৪. হয়রানি শিকার ব্যক্তি কী ফলাফল আশা করেন এ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি পরিষ্কারভাবে জানা;
৫. হয়রানি শিকার ব্যক্তির সিদ্ধান্তকে সম্মান জানানো;
৬. অভিযোগকারীকে অবগত করা যে তিনি চাইলে এ বিষয়ে এলজিইডির বাইরে আইনগতভাবে অন্য যথাযথ স্থানে অভিযোগ করতে হবে;
৭. আনুষ্ঠানিক অনুসন্ধানের জন্য বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কমিটির কাছে উত্থাপন করবেন।

মতামত-

৮. যৌন হয়রানির ধরন সংক্রান্ত ছকটি বাদ দেওয়া যেতে পারে, যে কোন ধরণের অশালীন আচরণ মৌখিক, শারীরিক, অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে যৌন হয়রানি হিসেবে বিবেচ্য হবে।

৯. বিচার প্রক্রিয়ায় কালক্ষেপেণ বা দীর্ঘ সূত্রতা অবলম্বন অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

১০. ১.১, ৬.১.২, ৬.১.৩-১১. যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটিতে শুধুমাত্র এলজিইডির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে রাখা যেতে পারে, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা এই ধরণের অন্যান্য সংস্থার প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন নেই মর্মে প্রতীয়মান।

১২. মোট সদস্যগণের মধ্যে নারী ও পুরুষ সদস্য সমানুপাতিক হারে রাখা যেতে পারে।

১৩. অভিযোগকারী পত্র বা ই-মেইলের মাধ্যমে অভিযোগ দাখিল করতে পারেন।

১৪. একই ব্যক্তির বিরুদ্ধে বার বার অভিযোগ প্রমাণিত হলে সেটি অসদাচারণ হিসাবে গণ্য করে, গুরুদন্ড প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

১৫. ৭.৩ এ বর্ণিত ক্রমিক নং ৩, ৪ ও ৫ প্রয়োজন নেই।

১৬. **'অভিযোগকারী অভিযোগ প্রত্যাহার করতে চাইলে তাকে সেই সুযোগ দেওয়া'** ব্যাক্যটি সংযোজন করা যেতে পারে।

১০/১২/২০২৩

(জেসমিন পারভীন)
উপসচিব
উন্নয়ন-২ শাখা
ফোন: ০২-২২৩৩৫৫৫৬৭

জনাব মোঃ এমদাদুল হক চৌধুরী
যুগ্মসচিব (পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা)
স্থানীয় সরকার বিভাগ

অনুলিপি:

১. সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
২. প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ (পত্রটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

স্মারক নং- ৪৬.০৬৮.০১০.০০.০০.০৩৫.২০১৯-১০১৮

তারিখ: ২৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ / ১০ ডিসেম্বর ২০২৩